দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 15 OCT 1993 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

স্নাতক পর্যায়ে ইংরেজী

সরকারী তথ্য বিবরণীর বরাত দিয়ে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, বর্তমান সরকার দেশে ইংরেজী শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে স্নাতক পর্যায়ে ইংরেজীকে বাধ্যতামূলক বিষয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে দেশের সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে স্নাতক (পাস ও সম্মান) পর্যায়ের পাঠ্য তালিকায় ইংরেজী একটি বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হবে। উল্লেখ্য, যে সকল ছাত্র-ছাত্রী '৯৪-৯৫ শিক্ষা বর্ষে স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তি হবে তাদের ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা প্রথম কার্যকর হবে বলে জানা গেছে। স্নাতক পর্যায়ে ইংরেজীকে বাধ্যতামূলক করার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে সরকারী সিদ্ধান্তে বলা হয় যে, বর্তমান বিশ্বে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যোগাযোগের ভাষা হিসাবে ইংরেজীর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এই পটভূমিতে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইংরেজী ভাষার যথাযথ চর্চা ও অনুশীলনের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু, বিগত কয়েক বছর ধরে স্নাতক পর্যায়ে ইংরেজী বাধ্যতামূলক বিষয়রূপে বিবেচিত না হওয়ায় ইংরেজী ভাষায় স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের দক্ষতা আশংকাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। ফলে, বর্তমানে স্নাতক ডিগ্রীধারীদের ইংরেজী জ্ঞানের অপর্যাপ্ততার দরুন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ইংরেজী শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের অপ্রতুলতাও পরিলক্ষিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ইংরেজী শিক্ষার মানেরও ক্রমাবনতি ঘটেছে। স্নাতক পর্যায়ে ইংরেজী বাধ্যতামূলক বিষয় হলে এ পরিস্থিতির অবসান ঘটবে এবং ইংরেজী ভাষায় সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে বলে সরকার আশা করে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতির ফলে বর্তমান বিশ্ব ক্রমাগত ছোট হয়ে আসছে। ফলে, এক দেশের মানুষ আরেক দেশে গমনাগমন অতি সহজসাধ্য হয়েছে। কিন্তু, এক দেশের ভাষা আরেক দেশে অচল, বিধায় অনেকে প্রয়োজনের তাগিদেও বিদেশমুখী হতে পারছে না। এদিক থেকে ভাষা-সমস্যা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায় সৃষ্টি করছে। তবু একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নে ইংরেজী ভাষা অন্যতম বাহন। যে কোন লোক ইংরেজী ভাষা জানলে বিদেশ গমনাগমন করা তার জন্য কোন প্রতিবন্ধক হতে পারে না। এ সত্য উপলব্ধি করেই আমরা জাতীয় শিক্ষা ক্ষেত্রে সর্বস্তরে ইংরেজী শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করে আসছি কিন্তু, স্নাতক পর্যায়ে ইংরেজী বাধ্যতামূলক না থাকায় প্রায় সর্বক্ষেত্রে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাবিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতা মাতৃভাষার বলিষ্ঠতা ও সমৃদ্ধির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। তাই, আমাদের জাতীয় শিক্ষা পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত ভাষাসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বসহ শিক্ষাদান করা উচিত। অবশ্য এ ক্ষেত্রে যেহেতু ইংরেজী বিশ্বের সর্বত্র চালু আছে, সেহেতু ইংরেজীর উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত বলেই আমরা মনে করি।

আমাদের দেশের শিক্ষিতদের ইংরেজীর বহর দেখে হতবাক হতে হয়। এটা ইংরেজী শিক্ষার মান হ্রাসের ফলশ্রুতিই বলা যেতে পারে। বিষয়টির প্রতি সরকার দেরীতে হলেও মনোযোগ দিয়েছেন এবং স্নাতক পর্যায়ে ইংরেজী বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ সিদ্ধান্ত সময়োপযোগী হয়েছে। আমরা এর সাফল্য কামনা করি।